মূল শব্দাবলীঃ

সেবা/সাহায্য/সহায়তা/

মানুষ/ব্যাক্তি/অন্যান্য

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

15 August 2025 / 21 Safar 1447H

অন্যদের সেবা করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সাহায্য লাভ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِحْسَانَ مِفْتَاحًا لِرَحْمَتِهِ، وَخِدْمَةَ الْخَلْقِ سَبِيلًا إِلَى مَحَبَّتِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি সচেতন থাকুন। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলুন এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। প্রতিটি ধর্মীয় কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করুন। আল্লাহ্র রহমত ও সহায়তা সর্বদা আমাদের সাথে থাকুক। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত সুধী,

নিঃসন্দেহে, মানুষ ইবাদত— যেমন নামাজ, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত এবং রোজা পালন ইত্যাদির মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নিকটবর্তী হতে পারে। তবে, এইসব ইবাদতের বাইরে কি আরও কোনো উপায় আছে যার মাধ্যমে আমরা একই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে, আসুন আমরা সূরা আল-মা'উনের বার্তার প্রতি লক্ষ্য করি।

এই সূরায় তাদের প্রতি সমালোচনা করা হয়েছে যারা নামাজ আদায় করে। তাদের ইবাদত যেন তাদের কোনো উপকারেই আসে না। কারণ, নামাজে গাফিলতি ও অহংকারের পাশাপাশি তারা ধর্মের দৃষ্টিতে একটি গুরুতর বিষয়ে অবহেলা করে থাকে এবং তা হলো এই যে, তারা সেইসব মানুষকে সাহায্য করে না যাদের প্রকৃতপক্ষে সাহায্যের প্রয়োজন।

এই সুরার সাত নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন**,**

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۝٧

অর্থঃ এবং তারা (যারা সাহায্যের যোগ্য) তাদেরকে সামান্যতম সহায়তাও দিতে অস্বীকার করে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা—দুটিই ধর্মীয় কর্তব্য। উভয়েই একইসাথে চালিয়ে যেতে হবে। একজন মুসলিম কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদতে মনোযোগ দিয়ে অন্যদের সেবা ও সাহায্যের সুযোগকে অবহেলা করতে পারে না। বরং, একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে অন্যদের সাহায্য করার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও সহায়তার আরও নিকটে পৌঁছে যায়।

পরবর্তী প্রশ্ন হলো: আমরা কীভাবে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্য করতে পারি? এ বিষয়ে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)এর একটি হাদিসে উল্লেখিত সহায়তার তিনটি ধরণের উপর এখানে আলোকপাত করা হবেঃ

প্রথমতঃ মানসিক সহযোগিতা প্রদান করাঃ

রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিনে তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন।'

আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে সেইসব মানুষের প্রতি যত্নশীল হতে, যারা দুঃখ, উদ্বেগ বা মানসিক কষ্টে ভুগছে—হোক তিনি একটি কর্মস্থলের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বা বিদ্যালয়ের কোনো শিশু। এছাড়াও, সেই বয়স্কদের কথাও ভাবতে হবে যাঁরা একা থাকেন এবং নিঃসঙ্গতায় দিন কাটান। আমাদের উচিত তাঁদের কাছে পৌঁছানো, তাঁদের সাথে সদয় ব্যবহার করা, যাতে আমরা তাঁদের জীবনে সামান্য হলেও আনন্দ এনে দিতে পারি।

দ্বিতীয়: বৈষয়িক সহায়তা প্রদান করাঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কষ্টের মধ্যে থাকা কোনো ব্যক্তির কাজ সহজ করে দেয়, আল্লাহ্ তার কাজ দুনিয়াতে এবং পরকালেও সহজ করে দেবেন।'

এটি শারীরিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত, যার মধ্যে আর্থিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। যদি আমরা জানি যে কেউ অসুস্থ হয়েছে, যার অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা নাই, বা তাদের বিল, স্কুল ফি বা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন, তবে তাদেরকে আমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যদি আজ আমরা বিশেষভাবে কাউকে না চিনে থাকি , তবুও অনেক মসজিদে 'কমিউনিটি প্যান্ট্রি' উদ্যোগ চলে, যেখানে আমরা সেবা করার ভূমিকা পালন করতে পারি। এছাড়াও, আল্লাহ্ আমাদের যে শারীরিক শক্তি দিয়েছেন তা দিয়েও আমরা অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারি , যেমন বাস বা MRT-তে আমাদের আসন ছেড়ে দেওয়া, অথবা যাদের বেশি প্রয়োজন তাদেরকে লিফট ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া।

তৃতীয়তঃ অন্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যার অর্থ হলো: 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের ভুল লুকিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তার ভুল দুনিয়াতে এবং পরকালেও লুকিয়ে রাখবেন'।

আজকের দিনে, বিভিন্ন তথ্য চ্যানেল এবং সামাজিক মাধ্যমের উত্থানের কারণে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করা মানে এই নয় যে তার কোন ভুল কাজ আরো চালিয়ে যেতে সুযোগ

দেয়া। বরং, আমাদের ভূমিকা হলো তাকে সুপরামর্শ দেওয়া এবং সংশোধন করা, এবং তার মিথ্যাচার বা ভুলগুলিকে অন্যের নিকট প্রচারিত করা থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

চলুন আমরা একসাথে এমন একটি মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলি যা ইবাদত ও ধর্মীয় অনুশীলনে দৃঢ়, এবং মানবতার সেবায় নিবেদিত সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং পরকালেও সহায়তা দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.